প্রথম আলো

10 JUL 2013

তারিখ ... 10 JUL 2013
পৃষ্ঠা ...

আজ-কাল-পরশু ■ মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর

ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয় না কেন?

সংসদ নির্বাচনের আগেই সিটি করপোরেশনকে ঘিরে নির্বাচনী হাওয়া বইতে শুরু করেছে। কিন্তু 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' ইস্যুর মীমাংসা না হলে সংসদ নির্বাচন কী রকম হবে বা আদৌ হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় ও উৎকণ্ঠা কাটছে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যু নিয়ে গণমাধ্যমে বহু কথা, বহু সমালোচনা, বহু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আর নয়। এবার দেখার পালা।

কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে (এমনকি আগের গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর আমলেও) দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নির্বাচন যে হলো না, তা নিয়ে তেমন সমালোচনা হচ্ছে না। এমনকি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরাও যে নির্বাচিত হলেন না (আইন অনুযায়ী সিনেট কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ার কথা), সেটাও তেমন আলোচিত হলো না। অথচ এসব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা সুযোগ পেলেই গণতন্ত্রের কথা বলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিকর্মী, শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও ছাত্রনেতাতে ঠাসা। এত জ্ঞানী, গুণী ও সচেতন ব্যক্তি দেশের আর কোনো একক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন না। অথচ এই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্বাচিত উপাচার্যরা আইন ভঙ্গ করে রাজত্ব চালাচ্ছেন। ২২ বছর ধরে এই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ, আবাসিক হল ও বিভাগগুলোতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়নি। কেন হয়নি, তার জন্য উপাচার্যদেরই জবাবদিহি করতে হবে।

জাতীয় সংসদে ৩৪৫ জন সম্মানিত সদস্য রয়েছেন। তাঁরা দেশের নানা সমস্যা, অনিয়ম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলেন। কিন্তু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে নির্বাচন হচ্ছে না, সে ব্যাপারে তাঁদের সোচ্চার হতে দেখা যায়নি।

এটা এক অদ্ভুত দেশ! দেশের প্রায় সব নির্বাচনই হচ্ছে। কোথাও কেউ বাধা দিচ্ছে না। শুধু যত সমস্যা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। দেশের প্রায় সব রাজনীতিবিদ ও ছাত্রসমাজ এটা মনে হয় মেনে নিয়েছে।

কয়েকজন উপাচার্য বিভিন্ন সাক্ষাৎকার ও ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় বলেছেন, 'এখন ছাত্র সংসদ নির্বাচন দেওয়া হলে ক্যাম্পাসে এমন লঙ্কাকাণ্ড হবে, যাতে দুই-তিন মাস ক্লাস-পরীক্ষা ব্যাহত হবে। ফলে সেশনজট সৃষ্টি হবে। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবন দীর্ঘায়িত হয়ে যাবে। আমাদের কাছে নির্বাচনের চেয়ে শিক্ষার্থীদের একাডেমিক জীবনটাই বড়।' কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি কি তা-ই?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন শিক্ষক আমাদের বলেছেন, 'আসল কারণ ভিন্ন। বর্তমানের প্রধান দুই দলের ছাত্রনেতারা চান না ছাত্র সংসদ নির্বাচন হোক। কারণ, তাঁরা নেতা হয়েছেন ছাত্রদের সমর্থনে নয়, দলের হাইকমান্ডের অনুগ্রহে। ছাত্র সংসদের (ডাকসু, রাকসু, চাকসু, জাকসু ও অন্যান্য) নির্বাচন হলে নির্বাচিত ও প্রকৃত ছাত্রনেতারা আত্মপ্রকাশ করবেন। তখন 'আরোপিত নেতাদের' দাপট কমে যাবে। এখন আরোপিত নেতারা বিভিন্ন ক্যাম্পাসে 'অনির্বাচিত ও দলানুগত উপাচার্যদের' কাছে থেকে টেন্ডার ও ঠিকাদারি ভিক্ষা নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন। ছাত্র সংসদ নির্বাচন হলে তাঁদের এই ঠিকাদারি ব্যবসা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কারণ, অত্যন্ত সংগত কারণে তখন নির্বাচিত ছাত্রনেতারাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে আদৃত হবেন। কারণ, তাঁরাই তখন ছাত্রসমাজের প্রকৃত প্রতিনিধি। এ ছাড়া আরোপিত ছাত্রনেতাদের অনেকেই 'অছাত্র'। অনেকের ছাত্রত্বও নেই। ফলে তাঁদের পক্ষে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাও সম্ভব হবে। এসব নানা কারণে 'আরোপিত ছাত্রনেতারা' উপাচার্যদের ভয় দেখিয়ে যাচ্ছেন যে নির্বাচন দিলে ক্যাম্পাসে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দেবেন তাঁরা।' অনির্বাচিত উপাচার্যরা এসব ছাত্রনেতার সমর্থনে ভিসি পদে রয়েছেন। উপাচার্যদের ভিত্তি দলীয় আনুগত্য ও ক্যাডারদের সমর্থন। কারণ, তাঁরাও অনির্বাচিত। ছাত্রনেতাদের কথা [illegible] না। [illegible] নেতারা [illegible] উপাচার্যবিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন। ফলে অনির্বাচিত উপাচার্যরা দুই দলের ছাত্রনেতাদের নানা টেন্ডার ও ঠিকাদারি দিয়ে তুষ্ট রাখেন। যথাযথ প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত হলে উপাচার্যরা অনেকটা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারতেন। ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ব্যাপারেও স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন।

ছাত্রসমাজের গৌরবময় ইতিহাসের কথা আমরা প্রায়ই স্মরণ করি। বর্তমান ছাত্রসমাজ সেই গৌরবময় ইতিহাস কতটা জানে, আমরা জানি না। এ দেশের ছাত্ররা ১৯৪৮ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত অনেক যুগান্তকারী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে সফল হয়েছেন। ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে ছাত্রসমাজ। আর সেই গৌরবের উত্তরাধিকার বর্তমানের ছাত্রসমাজ '৯১ সাল থেকে তাদের ক্যাম্পাসে ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। ২৪ বছর যাবৎ তারা তাদের প্রতিষ্ঠানে ভোট দিতে পারে না। ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে না। একটি টিভি অনুষ্ঠানে একজন আলোচক বলেছেন, 'বর্তমান ছাত্রদের মা-বাবারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষবারের মতো ভোট দিয়েছেন।' পাঠক বুঝুন, ব্যবধানটা কত বড়।

> এ দেশের ছাত্ররা ১৯৪৮ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত অনেক যুগান্তকারী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে সফল হয়েছেন। আর সেই গৌরবের উত্তরাধিকার বর্তমানের ছাত্রসমাজ '৯১ সাল থেকে তাদের ক্যাম্পাসে ন্যূনতম্ গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। ২৪ বছর যাবৎ তারা তাদের প্রতিষ্ঠানে ভোট দিতে পারে না। ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে না

এ কালের ছাত্রসমাজের নানা প্রতিভার কথা শুনে আমরা মুগ্ধ। তাঁরা ডিজিটাল যুগের ছাত্র। তাঁদের চিন্তা, চেতনা, পড়াশোনার ব্যাপ্তি অনেক বড়। বাংলাদেশে বসে পড়াশোনা করলেও তাঁরা বিশ্বসমাজের ছাত্র। সারা পৃথিবীর জ্ঞানভান্ডার তাঁদের আঙুলের ডগায়। অথচ এই ছাত্রসমাজ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় করতে পারছে না বা চাইছে না—এটা এক বিস্ময়ের ব্যাপার! নির্বাচন বা ছাত্র সংসদ নিছক ভোট বা স্লোগান কাঁপানো ঝাঁঝালো মিছিল নয়। নির্বাচন ও ছাত্র সংসদ পরিচালনা করা একটা প্রক্রিয়া ও অনুশীলন। এটা শিক্ষারই অংশ। এই অভিজ্ঞতা একজন শিক্ষার্থীর সারা জীবনের পুঁজি। ছাত্র সংসদের (হল ও বিভাগ) নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে কত ছাত্রের প্রতিভার আত্মপ্রকাশ ঘটে। অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা জমা হয় প্রত্যেক সক্রিয় ছাত্রের ঝুলিতে। একজন ছাত্র বাকি জীবন তা আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করেন। নির্বাচন ও ছাত্র সংসদ একজন ছাত্রের চেতনা ও জীবন দৃষ্টি বদলে দিতে পারে। এখনকার ছাত্ররা কি তা জানেন?

আমরা মনে করি, প্রতিটি ছাত্রসংগঠন, আবাসিক হল ও বিভাগ থেকে ছাত্রদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে অবিলম্বে নির্বাচনের দাবিতে উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া যেতে পারে। ছাত্ররা নির্বাচনের দাবিতে সভা, সেমিনার, মানববন্ধন ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারেন। (ক্লাস বা পরীক্ষার ক্ষতি করে নয়।)

অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে ছাত্ররা তাঁদের দাবি জানাতে পারেন কর্তৃপক্ষের কাছে। আর যাঁরা নির্বাচন চান না, তাঁরাও তাঁদের দাবি জানাতে পারেন। দেখা যাবে, কোন পক্ষ শক্তিশালী। গণতন্ত্রে প্রত্যেকের মত প্রকাশের অধিকার রয়েছে। শাহবাগ 'গণজাগরণ মঞ্চে' যদি অনেক ছাত্র (সবাই ছাত্র ছিলেন না) যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দাবি নিয়ে দিনের পর দিন আন্দোলন করতে পারেন, তাহলে তাঁদের নিজেদের ভোটাধিকারের দাবিতে আন্দোলন করতে পারবেন না কেন? আবার বলছি, ক্লাস বা পরীক্ষার ক্ষতি না করেও নির্বাচনের আন্দোলন পরিচালনা করা যায়। মনে রাখতে হবে, ছাত্রসমাজের কাছে ক্লাস ও পরীক্ষাই প্রকৃত কাজ। এই দুটি বিষয়ে আপস করা যাবে না। পাকিস্তান আমলের মতো ধর্মঘটকেন্দ্রিক ছাত্র আন্দোলনের এখন প্রয়োজন নেই।

বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী একজন সাবেক ছাত্রনেতা। ইউজিসির চেয়ারম্যান দীর্ঘকাল শিক্ষক-রাজনীতি করেছেন। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর এখন তাঁদের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। অন্যান্য আমলের কথা বাদ দিই (তারাও দোষী), কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে যখন সাবেক ছাত্রনেতা নুরুল ইসলাম নাহিদ দেশের শিক্ষামন্ত্রী, তখনো দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচন হলো না। জনাব নাহিদের চেয়ে আর কে ভালো জানেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচনের গুরুত্ব কতটা।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ২৫ বছরে ছাত্রসংখ্যা অনেক গুণে বেড়েছে। বিভাগ, অনুষদ ও আবাসিক হলও বেড়েছে কয়েক গুণ। এত ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, প্রচার, নির্বাচন পরিচালনা, ভোট গণনা ইত্যাদি কাজ অনেক গুণে বেড়ে যাবে, যা অনেক সময়সাপেক্ষ কাজ। পুরো একটি মাস এই কাজে ব্যয় হতে পারে। এতে পড়াশোনার ক্ষতি হবে। এটা একটা সমস্যা হতে পারে। এ প্রসঙ্গে সম্প্রতি একটি টিভি অনুষ্ঠানে একজন আলোচক প্রস্তাব করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভোট ক্লাসকেন্দ্রিক হতে পারে। নির্বাচিত ক্লাস প্রতিনিধিরা ভোট দিয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন করতে পারেন।

এই প্রস্তাবটা মন্দ নয়। এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। সাংসদেরা যদি প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে পারেন, তাহলে নির্বাচিত ক্লাস প্রতিনিধিরা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন করলে দোষ কোথায়? তবে আমরা মনে করি, আবাসিক হল ও বিভাগগুলোর নির্বাচন প্রত্যক্ষভাবেই হতে পারে। যেহেতু সেখানে প্রচার প্রক্রিয়া সীমিত ও ভোটার সংখ্যা কম।

নির্বাচনের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্লাস ও পরীক্ষার যেন বেশি ক্ষতি না হয় সে জন্য পরোক্ষ পদ্ধতির নির্বাচন নিয়ে চিন্তা করা যেতে পারে। তবে যে পদ্ধতিতেই হোক, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিলম্বে নির্বাচন দিতে হবে। আমাদের প্রস্তাব: আগামী সংসদ নির্বাচনের আগেই বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচনের আয়োজন করা হোক। ছাত্রদের প্রতি যথেষ্ট অবিচার করা হয়েছে। আর নয়।

বাংলাদেশে প্রায় সব সরকারি কাজে প্রধানমন্ত্রীকেই 'নির্দেশ' দিতে হয়। এ এক অদ্ভুত রাজনৈতিক সংস্কৃতি। শিক্ষামন্ত্রী, ইউজিসির চেয়ারম্যান ও উপাচার্যরা থাকা সত্ত্বেও এ ব্যাপারেও কি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেই নির্দেশ দিতে হবে? আওয়ামী লীগ থেকে দাবি করা হয়: শেখ হাসিনা জনগণের ভোটাধিকার রক্ষা করেছেন। আশা করি, এবার তিনি ছাত্রছাত্রীদের ভোটাধিকার রক্ষায় এগিয়ে আসবেন।

● মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর: মিডিয়া ও উন্নয়নকর্মী।